The Country Today

DU VC Prof Dr Niaz Ahmed Khan says

Students have lot of freedom in higher education, they have to take responsibility for themselves



DU Correspondent

Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan congratulated the new students and said that students have a lot of freedom at this stage of higher education.

By using this freedom properly, students have to take responsibility for themselves. There are both good and bad sides to the independent life of the university. Students have to choose only the good sides.

He said these as the chief guest at the introduction meeting of the students of the 1st year 'Undergraduate Program' of the Faculty of Business Studies and the Faculty of Fine Arts of Dhaka University and various institutes at TSC Auditorium on Sunday.

The event was presided over by Director of Student Guidance and Counseling, Prof Dr. Mehzabeen Haque, and Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed was present as a special guest. Dean of the Faculty of Business Studies, Prof Dr. Mahmud Osman Imam, Dean of the Faculty of Fine Arts, Prof Dr. Azharul Islam Sheikh, and Proctor, Associate Prof Saifuddin Ahmed spoke at the event. Farha Tasfin Ilma of the Department of Organization Strategy and Leadership, Tasfiah Tasnim of the Department of History of Art, and Nazia Islam of the Institute of Nutrition and Food Science spoke on behalf of the new students. Chairmen of various departments, directors of various institutes, and student advisors were present.

Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan emphasized on the development of students as Continued to page 2

Students have lot of

skilled human resources and said that now is the era of networking. Students need to create networks with people from different walks of life, including friends, teachers, professionals, and others at the national and international levels. In addition to education and research, they should be good at debating, public speaking, sports, and organizational work. He urged the students to learn at least one foreign language. From the beginning of their university life, students should prepare themselves as skilled human resources by utilizing every opportunity. He mentioned that there are employment opportunities for skilled human resources all over the world.

ইনকিলাব



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল রোববার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও চারুকলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের ১ম বর্ষ 'আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের' শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিগন্ত



চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করেন ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবি ভিসির সাথে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সাক্ষাৎ

অ্যাকাডেমিক সহযোগিতার বিষয়ে মতবিনিময়

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক নিং কির নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সাথে তার সভাকক্ষে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক লি শুজিং, অধ্যাপক উ জিওয়েই, অধ্যাপক ওয়াং হাও, অধ্যাপক ড. ওয়াং জু, অধ্যাপক ঝাং জিং, অধ্যাপক শি ইউ, ঝাং ইয়াবিং, মা ইউচেন এবং শিক্ষার্থী সেন সিয়ি ও জিন ইউনহাও।

এ সময় ঢাবির প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

ঢাবি ভিসির সাথে

৩য় পৃষ্ঠার পর

ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। বৈঠকে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক দল বিনিময় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া তারা শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধির জন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতাস্মারক সই নিয়ে মতবিনিময় করেন। বিজ্ঞপ্তি।

The New Age



Dhaka University holds an orientation programme for different faculties at the Teachers-Students Centre on the university campus on Sunday. — Press release

DU VC urges students to acquire knowledge

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

VICE-CHANCELLOR of the University of Dhaka Professor Niaz Ahmed Khan at a programme on Sunday urged the students to acquire knowledge of different disciplines to build themselves as skilled workforce.

'You should give attention to your studies alongside extra-curricular activities,' he said at the orientation programme of the students of different faculties at the Teachers-Students Centre on the university campus, said a DU press release.

DU pro-VC for education Professor Mahmud Ahmed attended the programme as special guest, while dean of the faculty of business studies Mahmud Osman Imam, dean of the faculty of fine arts Professor Azharul Islam Sheikh, among others, also were present on the occasion.

The DU VC said, 'Research is a very crucial part of higher education. So, students must focus on research based education'. He also called upon the students to develop network with students and professionals of both national and international levels.

Niaz Ahmed Khan said 'A good network can help you ensure better access to the global job markets'.

The Country Today



DU champion in Project Showcase Competition at Robotronics Fest

DU Correspondent

Dhaka University's 'Turtle Bot' team emerged as the champion and 'IHABOT' team as the runner-up in the university-level project showcase competition of Robotronics Fest.

Dhaka University Treasurer Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury was present as the chief guest at the closing and award ceremony of the fest at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban on Saturday.

The two-day fest was organized by the Department of Robotics and Mechatronics Engineering, Dhaka University.

Chaired by Dr. Senjuti Rahman, Chairperson of the Department of Robotics and Mechatronics Engineering, the closing ceremony was graced by Prof Dr. Upma Kabir, Dean of the Faculty of Engineering and Technology, and Murtuza Zulkar Nain Noman, Project Director of the Innovation and Entrepreneurship Development Academy (IDEA), as special guests. Assistant Professor of the Department

Continued to page 2

DU champion in Project

Dr. Mehedi Hasan proposed the vote of thanks.

Treasurer Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury said, "Our daily lives are becoming easier due to the advancement of modern technology. Due to the spread of artificial intelligence (AI) technology, there will be many changes in the job market in the future. Our young generation must be prepared to keep pace with this advancement in technology."

It is mentioned that 200 teams from 50 schools, colleges and universities across the country participated in this fest. Around 900 students participated in various competitions during the two-day fest.

The New Nation

DU's Robotics Fest held

City Desk

A two-day Robotics fest has been held at Dhaka University with the aim to encourage technological creativity and foster interest in robotics among students of various academic levels.

The Robotics and Mechatronics Engineering Department of the university kicked off the festival at the university's Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building, reports BSS.



DU Pro-Vice Chancellor (Education) Prof Dr Mamun Ahmed inaugurated the fest as the chief guest.

He said, "The world is changing rapidly with the evolution of technology. There is no way to stay behind in coping with the advancing world."

Prof Mamun called on students to participate and involve themselves in innovative work while maintaining humanitarian perspectives for positive change.

Chairman of the Robotics and Mechatronics Engineering Department Dr Sejuti Rahman presided over the inaugural ceremony, while Dean of the Faculty of Engineering and Technology Prof Dr Upama Kabir delivered the special guest's address.

A total of 900 students in 200 groups from 50 institutions, including schools, colleges, and universities, are participating in the fest by displaying their projects.

কালের কণ্ঠ

সমাধান, নাকি নতুন সংকট

ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ

বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্ররাজনীতি বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের মুখে পড়েছে, যদিও আমাদের দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ছাত্ররাজনীতির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে এবং জাতীয় নেতৃত্বের অনেকেই এর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি ঢাবির আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এর ফলে সৃষ্ট জটিলতা। এক বছর আগে পতিত সরকারের আমলে নেওয়া এই সিদ্ধান্তকে প্রশাসন বহাল রেখেছে। ফলে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। বিশেষ করে ছাত্রদল ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর মতো সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা এবং রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

ছাত্রদল বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রশাসনের এখতিয়ার নেই শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার। বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীও একই সুরে বলেছে, কোনো ব্যক্তি একক সিদ্ধান্তে রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারেন না। এই প্রতিক্রিয়াগুলো ইঙ্গিত দেয় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আইনি ও বিধিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। তবে এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, প্রকাশ্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে কি সত্যি ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত করা সম্ভব? অভিজ্ঞতা বলছে, রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে দমন করলে তা প্রায়ই গোপনে, নিয়ন্ত্রণহীন ও প্রভাবহীন উপায়ে বেড়ে ওঠে। তাই 'নিষিদ্ধ' শব্দটি ব্যবহারের আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ভাবতে হবে, তারা সমস্যার সমাধান করছে, নাকি সমস্যাকে আড়ালে ঠেলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এ ধরনের কিছু অভিযোগ উঠেছে একটি ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে। বলা হচ্ছে, 'সাধারণ শিক্ষার্থী' ব্যানারে তারা দলীয় কর্মকাণ্ড ও রিক্রুটমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আত্মত্যাগ আজও জাতির স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের ছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদ পতনের আন্দোলনেও ক্যাম্পাসগুলো ছিল প্রধান শক্তিকেন্দ্র। সর্বশেষ ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাই ছিলেন প্রথম সারির সাহসী কণ্ঠস্বর। ক্যাম্পাসে সহিংসতা, দখলদারি ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়া অবশ্যই সমাধানের দাবি রাখে। তবে এর সমাধান হতে হবে স্বচ্ছ নিয়ম, গাইডলাইন ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে, যেখানে রাজনীতি করার অধিকারও রক্ষা পাবে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচিত হবে ছাত্ররাজনীতিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে এটিকে একটি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈধ রাজনীতির সুযোগ দিতে হবে, যা তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং ক্যাম্পাসে এক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে।

The Daily Sun

DU MOVES TO OFFICIALLY BAN HALL POLITICS

Outrage erupted after Chhatra Dal announced a 593-member hall committee on Friday

Back-to-back meetings held with provosts and 23 student organisations over the weekend

VC said reforms will begin at hall level

Daily Sun Report, *Dhaka*

The Dhaka University (DU) administration is moving toward officially banning student politics in residential halls and academic spaces, following widespread student protests under the banner of the 'No Hall Politics' movement.

The issue gained urgency after the DU unit of Bangladesh Chhatra Dal announced a 593-member hall committee on Friday, triggering outrage among general students and reigniting tensions that had been simmering since an earlier ban issued in July.

In response, the university administration held back-to-back meetings over the weekend. A day-long discussion was held on Saturday with the Provost Standing Committee, followed by a view-exchange session with representatives of 23 active student organisations at the Abdul Matin Chowdhury Virtual Classroom on Sunday.

Speaking after the meeting, Vice-Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan said further discussions were required before a final decision could be announced. He emphasised that the university aimed to begin by reforming hall-level politics and would gradually develop a framework for a healthier, more constructive practice of student politics across campus. The VC noted that hall-based politics had caused "bitter experiences and trauma" for many students and said DUCSU elections should be inclusive, well-organised, and free from confrontation.

Student organisations presented mixed responses at the meeting. While some expressed support for "systematic politics", they condemned practices of dominance, violence, and seat trading. Chhatra Dal leaders claimed students feared political repression by rival groups and pledged not to engage in similar conduct. Other groups, including Bangladesh Islami Chhatra Shibir, Chhatra Odhikar Parishad, and left-leaning organisations, echoed the call to end hall politics altogether, suggesting mechanisms like collecting student opinions via academic email.

The situation escalated on Friday night after Chhatra Dal's committee announcement. Around 12:30am, students of Rokeya Hall broke open their gate to join protests that quickly spread to Sergeant Zahurul Haque, Muhsin, Shahidullah, and Freedom Fighter Ziaur Rahman Halls. Demonstrators chanted slogans like "One, two, three, four – hall politics no more" and "Education and politics do not go together." Many students alleged that hall-based political committees disrupted academics, provoked violence, and created a climate of fear. Some, like Taslima Sultana of Rokeya Hall, said such politics must be ended permanently. Others, including Mamun Islam Khan of Muhsin Hall, suggested restricting political activity to Madhur Canteen instead of residential halls.

Ayesha Siddika Munni, who was involved in the July student protests, emotionally questioned how many more lives would be lost before hall politics were truly abolished.

The Financial Express

ROBOTS, CREATIVITY, AND THE FUTURE

DU hosts first-ever robotronics fest

TECHEXPRESS DESK

The Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban of Dhaka University recently hosted the first-ever two-day Robotronics Fest, marking a milestone in the university's Robotics and Mechatronics Engineering (RME) Department's ten-year journey. The event, held on August 9 and 10, drew around 800 enthusiastic participants from across the country, eager to showcase their skills and creativity in robotics competitions such as soccer robots, line followers, and artificial intelligence challenges.

The fest concluded on Sunday evening with Team Durbar from Maulana Bhasani University of Science and Technology emerging as champions in both the Soccer Bot and Line Follower Robot competitions, a testament to their technical prowess and innovative spirit.

At the closing ceremony, Professor M Jahangir Alam, Treasurer of Dhaka University and the event's chief guest, reflected on the rapid evolution of technology. "In our time, Google arrived. Now, AI has come. It will not take away jobs but will reduce work time and create new opportunities. It will simplify our paths. That is why every school should have a laboratory," he said, emphasising the importance of early exposure to technology.

ICT Division Joint Secretary Murtaza Julkar Nain Noman, another special guest, highlighted government efforts to foster innovation through financial support to 41 startups and encouraged students to apply for funding to bring their ideas to life. He also warned about the declining trend in human intelligence in the digital age and urged greater focus on nurturing it.

Upoma Kabir, Dean of the Faculty of Engineering and Electronics, reassured attendees that technology does not diminish humanity but instead enhances it, dispelling fears that automation could erode compassion.

In her presidential remarks, Dr Senjuti Rahman, Chairperson of the RME Department, drew on the story of Kai-Fu Lee, who despite reaching professional success, experienced profound grief at his inability to care for his parents in their final days. This motivated him to envision robots as companions for everyday tasks, freeing humans to engage in creative and empathetic work. "In the future, humans will engage only in creative work. They will be compassionate," she said, adding that the festival sought to build a robust robotics platform with plans to double participation in the coming years.

The competition was fierce across



categories. Government Shaheed Suhrawardy College's Team Black won the Soccer Bot challenge, while Ahsanullah University of Science and Technology's team took the runner-up spot. The main robotics contest saw Maulana Bhasani University's Durbar team claim victory, with Leading University's Team Indur as runner-up. In the university project showcase, Dhaka University's Kachhop Bot topped the event, followed by the DU team's ChaBot. At the school level, Rajshahi Cantonment School and College emerged champions. The line follower robot competition was again dominated by Durbar, with University of Scholars' Dynamic Spark team as runner-up. In the AI challenge focused on data analysis, modelling, and prediction using machine learning, CUET_RSCube from Chittagong University of Engineering and Technology was crowned champion, while Dhaka University's Neural Nexus team secured second place.

Beyond the contests, the festival served as a dynamic platform for young innovators to connect and collaborate, exploring the potential of robots not just as machines but as partners in tackling real-world challenges—from precision agriculture to healthcare diagnostics powered by artificial intelligence. Speeches from Professor Kamruzzaman, Director of the Institute of Leather Technology, Dr Mehedi Hasan, President of the RME-DU Student Club, and Secretary Junayed Ahmed, praised the participants' creativity and determination, reflecting the growing momentum behind robotics education in Bangladesh.

As the first Robotronics Fest drew to a close, it left an inspiring impression of a new generation prepared to embrace technology with heart and imagination. The future, it seems, will be shaped by these young minds—where innovation and empathy walk hand in hand, one robot at a time.

প্রথম আলো

প্রথমবার 'রোবোট্রনিকস ফেস্ট', প্রযুক্তিপ্রেমী তরুণদের লড়াই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারবটে, লাইন ফলোয়ার রোবট, মাইক্রোমাউস, ডিইউ এআই চ্যালেঞ্জ (ডেটাথন) এবং প্রজেক্ট শোকেস—এই পাঁচ ধরনের সেগমেন্টে চলে লড়াই।

- সরকারবটে বিজয়ী হয় গভ. শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের দল 'ব্ল্যাক সাবের'।
- লাইন ফলোয়ার রোবট ও মাইক্রোমাউসে প্রথম হয় মাওলানা ভাসানী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'দুর্বার'।
- ডেটাথনে পুরস্কার পায় 'টুয়েটি আরএস কিউব'।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের প্রযুক্তিপ্রেমী তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডাবি) অনুষ্ঠিত হলো 'রোবোট্রনিকস ফেস্ট ২০২৫'। ডাবির রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং আইএসই-ডিইউ স্টুডেন্ট ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মতো এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

গতকাল রোববার বিকেলে ডাকসু বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মিলনায়তন ভবন মিলনায়তনে এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ডাবি উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি আসতে পারেননি।

এই মিলনায়তনে এই মেগা সেশন প্রায় ৩০টি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী অংশ নেন। সরকারবটে, লাইন ফলোয়ার রোবট, মাইক্রোমাউস, ডিইউ এআই চ্যালেঞ্জ (ডেটাথন) এবং প্রজেক্ট শোকেস—এই পাঁচ ধরনের সেগমেন্টে চলে লড়াই। সরকারবটে প্রতিযোগীরা নিজেরা বানানো রোবট পরিচালনা করে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে গোল দেওয়ার (ফুটবল খেলার মতো) চেষ্টা করেছে। 'লাইন ফলোয়ার রোবট' প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের তৈরি রোবটকে জটিল কিছু লাইন অনুসরণ করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়েছে। 'ডেটাথন'-এ শিক্ষার্থীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য পর্যবেক্ষণ, মডেলিং ও অনুমান করে বাস্তব সমাধান খুঁজেছে। উদ্ভাবনী প্রকল্প ও গবেষণাভিত্তিক ধারণা উপস্থাপন করা হয় 'প্রজেক্ট শোকেস'-এ। 'মাইক্রোমাউস' ইভেন্ট ছিল ফেস্টের প্রধান আকর্ষণ। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খচিত একটি গোলকধাঁধার (Maze) সমাধান করতে হয়েছে এই রকমের তৈরি রোবটকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাবি রোবাব্যাক অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'রোবোটদের দেখে আমার হিংসা হয়। রোবো প্রায় সমস্ত ধরেছে, তখন ধরেই চলে এসেছে। আমাদের সিস্টেমের ডাগডোল মনে করলাম যে গুলোকে দেখেছিলাম।'

জাহাঙ্গীর আলম আরও বলেন, প্রযুক্তি নিয়ে তিনি ভীত নন। এখন যেমনটা চাকরিবাজারের কাঠামো পরিবর্তন করবে। কিন্তু চাকরি নষ্ট করবে না। বরং আরও তৈরি করবে। পরিশ্রমের কাজে এই সময়ে অনেক ভূমিকা রাখে। কয়েক ঘণ্টার কাজ এক মিনিটে করে দিচ্ছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা যা অভিজ্ঞতাকে হারা ভালো করে, বিশেষের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেতেও ভারা বাড়িয়ে থাকে। প্রতি ছুলে রোবোটিকস এবং একটি ল্যাব স্থাপন করা উচিত। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিংয়ে ওপর।



রোবোট্রনিকস ফেস্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বিচারকেরা। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ব্যবসায় শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঢাবির আইবিএ

● ছাবিরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আইবিএ তার মানসম্মত শিক্ষা এবং কঠোর ভর্তি পরীক্ষার জন্য সুপরিচিত।
এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। এখানে বিবিএ (ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), এমবিএ (মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), এক্সিকিউটিভ এমবিএ, ডিবিএ (ডক্টর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) প্রোগ্রামসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক ডিগ্রি ও কোর্স করানো হয়। যেখানে পাঠদানের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় নর্থ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড।
দেশের প্রথম কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই পেয়েছে সাউথ এশিয়ান কোয়ালিটি অ্যাশিউরেন্স সিস্টেম (এসএকিউএস) স্বীকৃতি। অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশনস ইন সাউথ এশিয়া (এএমডিআইএসএ) কর্তৃক প্রদত্ত এ স্বীকৃতি আইবিএর মান, সক্ষমতা, শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা প্রমাণ করে।
তবে আইবিএর এ কোর্সগুলোতে পড়াশোনার জন্য দিতে হয় এক অগ্নিপরীক্ষা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা কিংবা চাকরির পরীক্ষার চেয়েও মুশকিল হয় আইবিএর ভর্তি পরীক্ষাগুলো।
ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া থেকে কোর্স সম্পন্ন করা পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যেতে হয় এক কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে। পড়াশোনা ও বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক কাজের চাপ নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাক্রমের অনুসরণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হয়ে ওঠে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে। ফলে ক্যারিয়ারে তারা এগিয়ে থাকে অন্যদের চেয়ে বেশি।
প্রতিষ্ঠানটির সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ এ মোমেন জানান, আইবিএতে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি/বিখ্যাত ব্যক্তিরা অতিথি শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিতে আসেন। ফলে শিক্ষার্থীরা বইয়ের লেখাপড়ার পাশাপাশি বাইরের বিষয় সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পান। শিক্ষকরা নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট কারিকুলাম অনুসরণ করে ক্লাস নেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব অতিথি শিক্ষক আসেন, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ক্লাস নেন। তাঁরা নিজেদের জীবনের কথা বলেন। ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পান। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে বেশি কাজে লাগে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
তিনি বলেন, দেশের প্রায় সব খাতে অবদান রেখে দেশ গড়তে কাজ করছেন আইবিএর শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে দেশের ২৩টিরও অধিক ব্যাংকের এমডি আইবিএর শিক্ষার্থী। এ ছাড়া সেনাবাহিনী ও পুলিশে অনেকে কর্মরত। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব এখানকার ছাত্র। অনেক প্রতিষ্ঠানে সিইও পদে দায়িত্ব পালন করছেন এখানকার গ্র্যাজুয়েটরা। আইবিএ থেকে পাস করে অনেকে সফল উদ্যোক্তাও হয়েছেন। বড় প্রতিষ্ঠান তৈরির পাশাপাশি অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করেছেন তাঁরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশীয় মুঠোফোন ব্র্যান্ড সিম্ফনির কর্ণধার, বিডিজবসের কর্ণধার, শপআপ ও টেন মিনিটস স্কুলের উদ্যোক্তারা আইবিএর শিক্ষার্থী।
উল্লেখ্য, ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক নেতৃত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ও ব্লুমিংটনের সহযোগিতা ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে এমবিএ প্রোগ্রাম চালু করে। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ১৯৭০-এ এমফিল ও পিএইচডি, ১৯৯৩-এ বিবিএ এবং ২০০৭-এ এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম চালু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৪৮০ জন স্নাতক এবং ২০০ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছেন।
এ প্রতিষ্ঠানের নামজাদা শিক্ষকদের মধ্যে আছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ মোজাফফর আহমেদ, শিক্ষাজীবী ও সংগীতজ্ঞ ইমরান রহমান, শিক্ষাবিদ সলিমুল্লাহ খান, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকী প্রমুখ।
এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে রয়েছেন সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান রহমান খান, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি এবং সাবেক সংসদ সদস্য নাজমুল হাসান পাপন, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক প্রমুখ।
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান ছাড়াও বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠানটি কিছু বিশেষ কেন্দ্র তৈরি করেছে যেমন ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশনস সেন্টার (সিএমআরপি), আইবিএ কম্পিউটার সেন্টার (আইবিএসিসি), উন্নয়ন ও নীতি গবেষণা কেন্দ্র (ডিপিআরসি), মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র (সিডব্লিউএস), উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা বিকাশ কেন্দ্র (সিইএসবিডি), আইবিএ কেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আইসিডিসি), জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা কেন্দ্র (সিপিএমআর) এবং আইবিএ পরিবেশ উন্নয়ন কেন্দ্র (আইইডিসি)। আইবিএ অনুষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত চেয়ারপারসন প্রতিটি কেন্দ্রের নেতৃত্বে থাকেন।
দেশের উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও ব্যবসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণায় এ প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।



ছবি : জয়ীতা রায়

দেশের প্রথম কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই পেয়েছে সাউথ এশিয়ান কোয়ালিটি অ্যাশিউরেন্স সিস্টেম (এসএকিউএস) স্বীকৃতি। অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশনস ইন সাউথ এশিয়া (এএমডিআইএসএ) কর্তৃক প্রদত্ত এই স্বীকৃতি আইবিএর মান, সক্ষমতা, শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা প্রমাণ করে